দৈনিক বাংলা

১৫/৯/৭৯

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা

ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার হরিরামপুর থানার ১ নং বল্লা ইউনিয়নের দাদরখী গ্রামে বা এর আশপাশে দেড় দু মাইলের মধ্যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় উক্ত গ্রামের বিদ্যোৎসাহী লোকেরা ১৯৫১ সালের ১লা মার্চ তারিখে এখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ের জন্যে জনাব এ জেড খান প্রয়োজনীয় জমি রেজিস্ট্রি করে দেন। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ ও শিক্ষকবৃন্দের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের জন্যে গজারি কাঠের খুঁটি ও মূলী বাঁশের বেড়ার উপর ৩৫ হাত দীর্ঘ ঘর তুলে ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সজ্জিত করে নিয়মিত বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করা হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ৪ জন শিক্ষক ও দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী রয়েছে। কিন্তু গত পাঁচ বছর থেকেই শিক্ষকদের কেউ বেতন পাচ্ছেন না। এতদিন তাঁরা স্বেচ্ছা ভিত্তিতেই বিদ্যালয়ের জন্য কাজ করে এসেছেন। কিন্তু বর্তমানের আর্থিক দুর্দিনে তাদের পক্ষে স্বেচ্ছা ভিত্তিতে কাজ করা আর সম্ভব হচ্ছে না। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণও এটিকে আর চালাতে পারছেন না। এ অবস্থায় বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে গেলে এলাকার কচি কচি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই বিদ্যালয়টির জন্যে আশু সরকারী সাহায্য প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য বিদ্যালয়টি সংস্কারের জন্যে বর্তমান শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে এক হাজার টাকা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কিছু টিন সাহায্য হিসাবে দিয়েছেন। কিন্তু এ স্বল্প সাহায্যে বিদ্যালয়টি সংস্কার বা এটিকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ঊর্ধ্বতন শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে বিনীত আবেদন এ প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে সরকারী বিদ্যালয় হিসাবে গ্রহণ করে এলাকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পথ সুগম করা হোক।

—মোঃ পনজা সিকদার
প্রধান শিক্ষক,
দাদরখী প্রাথমিক বিদ্যালয়
মানিকগঞ্জ, ঢাকা।